৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১১ আষাঢ় – ১৭ আষাঢ়, ১৪২৮ ঃ ২৬ জুন – ২ জুলাই, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 35, 26 JUNE - 2 JULY, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উঠে আসা ভারতীয় ক্রীড়া

জগতের স্বপ্নের নায়ক মিলখা সিং–কে ৯১ বছরে কেড়ে নিল করোনা ভাইরাস। রানিং ট্র্যাকে ভারতকে চিনিয়ে ছিলেন পদ্মশ্রী মিলখা। এশিয়ান গেমসে চারবার সোনা জয় করা মিলখা রোম অলিম্পিকে ৪০০ মিটারে চতুর্থ হয়েছিলেন

রবিবার : বেহালা ও তৎসংলগ্ন খিদিরপুর ও মহেশতলায় দীর্ঘদিন

ধরে জমে থাকা বর্ষার জল যন্ত্রণার জন্য কেইআইআইপিকে সরাসরি দায়ী করলেন কলকাতা পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। বলেছেন জন্য দায়ী সংস্কারহীন বেগর ও চরিয়াল খালের বুজে যাওয়া অবস্থাও।

সোমবার : কোভিডে মৃতের সংখ্যাতথ্য লুকোবার অভিযোগ

আগেই উঠেছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। কো–মর্বিডিটি দেখিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা কম দেখাবার পিছনে যে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক জড়িত তা এবার বুঝিয়ে দিল কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে কোভিডে মৃতের প্রত্যেক পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

মঙ্গলবার : প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে ৩২ হাজার পদে

শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এর আগে বহুবার এমন ঘোষণা মেধাতালিকায় অস্বচ্ছতা ও আদালতের নির্দেশে ভেস্তে গিয়েছে। এবারও ফের শুরু হয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের পালা। শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়বে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

বুধবার : করোনার তৃতীয় ঢেউ–এর আশঙ্কা ক্রমশ তীব্রতর

করছে ডেল্টা প্লাস স্ট্রেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, পোলান্ড, সুইৎজারল্যান্ড, জাপানে উপস্থিত হয়েছে করোনার এই নয়া চরিত্র। ভারতেও প্রতিদিন বাড়ছে ডেল্টা প্লাস রোগীর সংখ্যা।

বৃহস্পতিবার : করোনা সংক্রমণের ভয়ভীতি সরিয়ে

ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট পরীক্ষার পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। ১৭ জুলাই হবে পরীক্ষা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ঘোষিত হবে ফলাফল, কাউন্সেলিং শেষ হবে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ২৭৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

শুক্রবার : চিটফান্ড কাণ্ডের সময়ে নেতাদের সঙ্গে চিট ফান্ড কর্তাদের ছবি

লগ্নিকারীদের কাছে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। আর ভুয়ো ভ্যাকসিন দেওয়ার নামে দেবাঞ্জন দেবদের নেতাদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি ফের সেই ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে সমাজে। **সবজান্তা খবরওয়ালা**

মাটি আর ভগবান ভরসা এবারের ভরা কোটালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের আরও এক কোটাল আতঙ্কের মুখোমুখি নদী তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা। গত বিপর্যয়ে যশ সাইক্লোন সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ছোবল মারতে না পারলেও বৈশাখী পূর্ণিমার জলোচ্ছ্বাস জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে উপকূলবর্তী মানুষের। ঠাণ্ডা ঘরের টেবিলে বসে নানা পরিকল্পনা হলেও এখনও সে ক্ষত দগদগে ঘা হয়ে রয়ে গিয়েছে। ধুয়ে যাওয়া বাঁধে কিছু মাটির মলমের প্রলেপ পড়লেও কার্যকরী কিছু এখনও হয়নি। আগামী কোটাল যদি সত্যিই সর্বনাশ নিয়ে আসে তা আটকাতে এই মলম আদৌ কাজ দেবে কিনা সেই সংশয়ে ভুগতে শুরু করেছেন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলির মতো উপকূলবর্তী জেলার মানুষরা। তাদের কাছে এখন ওই মাটি আর ভগবান প্রধান ভরসা। মাটির লড়াই আর ভগবানের আশীর্বাদই একমাত্র বাঁচাতে পারে এই আসন্ন বিপদে।

ভয় পেয়েছে সরকারও। বাঁধের উপর ভরসা নেই তাদেরও। তাই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানোর কাজ। বাঁধের ধারে ঘুরে ঘুরে মাইকে সতর্ক করা হচ্ছে নদীর ধারে বাসকরা মানুষকে। ত্রিপল, শুকনো খাবার

মজুত করার কাজও চলছে বিভিন্ন ব্লকে। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সিভিল ডিফেন্সের বাহিনী। প্রস্তুত করা হয়েছে জাতীয় ও পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও। এসব তৎপরতা দেখে মানুষের মনেও দানা বেঁধেছে আশঙ্কা। দুয়ারে ত্রাণের আবেদন জমা নেওয়ারে পর এখন চলছে তার নিরীক্ষণ। ৩০ জুন থেকে ত্রাণের টাকা পাওয়ার কথা বলেছে সরকার। এর মধ্যে যদি ফের ধাক্কা দেয় কোটাল তাহলে এই ত্রাণও ফেরাতে পারবে না স্বাভাবিক জীবন।

আসলে বিপর্যয়, বাঁধ আর সেচ দফতরকে হাড়ে হাড়ে চেনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আয়লা ঝড়ের পর চোখ আরও খুলে গিয়েছে তাদের। প্রতিবার ঝড়বাদলের পরে নানা প্রতিশ্রুতি মিললেও জীবনযন্ত্রণায় কোনও বদল ঘটে না নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের। প্রতিবছর তাই জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে নদীর জল। সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা ঘুরে দেখে যান, কাজের বরাত দেওয়া হয় ঠিকাদারদের, বিলও পাশ হয়ে যায় নির্বিবাদে। কিন্তু বাঁধ রয়ে যায় সেই তিমিরেই। আয়লা তো দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দও তাদের জীবন ফেরাতে পারেনি। জমি অধিগ্রহণের ব্যর্থতায় ফেরত গিয়েছে টাকা। আবারও স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে কংক্রিট বাঁধের। সেচ দফতরের কর্তারা অবশ্য বলছেন দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পরিকল্পনা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে নজরদারি করছেন। শীঘ্রই স্থায়ী সমাধানের কাজ শুরু হবে। সেচমন্ত্রীও বলছেন বাঁধ সারাবার ও খাল সংস্কারের কথা। শেষ পর্যন্ত সেচ দফতরের দীর্ঘসূত্রীতার দশা কাটলে তবে রাহু মুক্তি ঘটবে উপকূলবর্তী জেলা বাসীর। অবশ্য সবই ভবিষ্যতের গর্ভে। বাষ্প দেখা যাচ্ছে বটে। কিন্তু আসলে কি প্রসব হয় সেটাই দেখার।

কোভিড টিকাকরণে দলবাজির অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুর : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে প্রচুর অভিযোগ। প্রাথমিক পর্বে সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও মানুষ ভ্যাকসিন পায়নি, এহেন অভিযোগের পাশাপাশি লাইনে দুশো বা আড়াইশো জনকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর খাতায় কলমে অতিরিক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে, এমন অভিযোগও দীর্ঘদিনের। কিন্তু বর্তমান পর্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই যাতে ভ্যাকসিন পান, সেজন্য দুয়ারে ক্যাম্পিং বা শিবিরকরণের মাধ্যমে টিকাকরণ করার জন্যে গ্রামে–গঞ্জে ভ্যাকসিন নেবার প্রতি মানুষের প্রবণতা তৈরি হয়েছে, বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিমত। এর পাশাপাশি, এখনও জেলার বিভিন্ন এলাকায় শাসক দলের কর্মীরা রাজনৈতিক রঙ দেখে ভ্যাকসিনের জন্য নাম নথিভুক্ত করছেন বলেও অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

হাবড়ার হাট থুবার বাসিন্দা অনুপ বিশ্বাস বলেন, 'এতদঞ্চলে করোনা ভ্যাকসিন হচ্ছে এখন পাটি ওরিয়েন্টেড। আমি প্রাথমিক

পর্বে সরকারি কাগজপত্র দেখিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভ্যাকসিন দুটোই নিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে আমার স্ত্রীর জন্য জয়গাছিতে নাম নথিভুক্ত করতে গেলে সেখান থেকে বলা হয়, এভাবে হবে না। ওয়ার্ডভিত্তিক আমাদের কর্মীরা গিয়ে নাম নথিভুক্ত করে আনবে। সেইমত ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। এখানেই আমাদের আশঙ্কা, এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কতখানি থাকবে, তা নিয়ে যথেষ্ট শংসয় আছে।'

অশোকনগরের হেমাঙ্গ সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শাসকদলের লোক যারা বেছে বেছে আগে তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আর এই দলবাজিই হচ্ছে বিশেষ করে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ক্ষেত্রে।'

বিড়ার বাসিন্দা সন্তোষকুমার দাস বলেন, 'বর্তমান শাসক দলের কর্মীদের কোনও জিনিস থেকেই ফায়দা নেওয়ার অভ্যেস আর যাচ্ছে না। চাল, ডাল, ত্রিপল ইত্যাদি ছাড়াও কন্ট্রাক্টরদের টাকা থেকে কাটমানি নেওয়া অভ্যেস সহজে বদলায় না। তাই এখন কোভিড ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করেও শাসক দলের একাংশ চালিয়ে যাচ্ছে দলবাজি। নিজেদের মত করে তালিকা তৈরি করে সেই মত ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।'

এরপর তিনের পাতায়

সেতুর ভগ্নদশা, ঘটতে পারে দুর্ঘটনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের নিকারীঘাটা অঞ্চলের ডাবু জল নিকাশি খালের উপর দুমকী গ্রামে প্রায় ৮০ ফুট লম্বা সেতু রয়েছে। সেতুটি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভগ্নদশা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষজন যাতায়াত করছেন ওই সেতুর উপর দিয়ে।এই দিকে একটানা চার পাঁচ দিনের ভারী ও অতি ভারী বৃষ্টিতে ভগ্নদশা সেতু নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীরা।আশাঙ্কা যে কোনও সময়ে সেতুটি ভেঙে পড়ে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। বিগত প্রায় চার দশক আগে রাজ্যের সেচ

দফতরের অধীনে ডাবু খালের উপর সেতুটি নির্মাণ হয় লোহার খুঁটির উপর কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে। সেতুটি প্রায় ৮০ ফুট লম্বা। দীর্ঘ কয়েক দশক সেতুটি সংস্কার না হওয়ায় ভগ্নদশা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেতুটি। সেতুর দুই ধারে রেলিং ভেঙে ভেঙে পড়ে গিয়েছে। নিকারীঘাটা অঞ্চলের জয়রামখালি এবং দুমকীর সংযোগস্থল ডাবু খালের উপর সেতুটি তৈরি হয়েছিল সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। বানীবাদা বেলেখালি, জয়রামখালি, দুমকি, গাজিপাড়া, খোলাখালি সহ বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষজন এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করেন। এমনকি শীতের মরসুমে ডাবু পর্যটক কেন্দ্র এবং পিকনিক গার্ডেনে আনাগোনা বাড়ে পর্যটকদের। ফলে চরম দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা। যে কোন মুর্হুতে দুর্ঘটনা ঘটলে হতে পারে প্রাণহানির ঘটনাও। গ্রামবাসীদের অভিযোগ একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। গ্রামবাসীদের একটাই আবেদন যদি এই সেতুটি নতুন করে মেরামতি করা হয় তাহলে হয়তো তাদের যাতায়াতের খুবই সুবিধা হবে।

সেতু প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস আশ্বাস দিয়েছেন খুব শীঘ্রই সেতুটি সংস্কার করা হবে।এ বিষয়ে তিনি বিভাগীয় দফতরের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন।

দ্রুততর ভ্যাকসিন আগামী মাসে

কুনাল মালিক : এ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে আক্রান্ত হন ১৯২৩ জন। মৃত্যু হয় ৪১ জনের। গত ১৬ মে থেকে কার্যত লকডাউনের ফলে করোনার বাড়বাড়ন্ত হ্রাস হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে লোকাল ট্রেন বা গণ পরিবহণের দাবিতে বিক্ষোভ হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গত বৃহস্পতিবার নবান্নে বলেছেন এই মুহূর্তে লোকাল ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। করোনার প্রকোপ আরও কিছুটা কমলে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করবে। এরই মধ্যে করোনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আগস্টে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে এখন থেকেই রাজ্যে স্বাস্থ্য দফতর আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর মহারাষ্ট্রে কবে তৃতীয় ঢেউ আসে সে দিকে নজর রাখছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। কারণ মহারাষ্ট্রের পরই নাকি বাংলায় আসতে পারে তৃতীয় ঢেউ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকেই করোনার টিকাকরণ চলছে। তবে বিভিন্ন সূত্রের খবর টিকা পাওয়া নিয়ে নানা বিভ্রান্তি চলছে। কোথাও পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধান–উপপ্রধান স্বাক্ষর করে দিলে তবেই টিকা পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোথাও ব্লক থেকে আধার কার্ডের জেরক্সে স্বাক্ষর করে দিলে টিকা দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি অঞ্চল থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে টিকার ক্ষেত্রেও নাকি রাজনৈতিক রঙ দেখা হচ্ছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়ছে। তৃতীয় ঢেউয়ের আগেই জেলার সব মানুষ টিকা নিতে চাইছেন। জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক শঙ্খ সাঁতরা (উন্নয়ন) জানালেন, ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৭ লক্ষ মানুষ টিকা নিয়েছেন। আগামী মাস থেকে টিকাকরণ কর্মসূচি আরও দ্রুত রূপায়ণ করা হবে।

হাসপাতালে বরাদ্দ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মূল স্বাস্থ্যকেন্দ্র মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের নানা সমস্যা ছিল। সে খবর আগে আমরা করেছি। তবে সম্প্রতি জানা গেল ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে এই হাসপাতালকে সংস্কার করার জন্য রাজ্য সরকার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। গত ২৪ জুন হাসপাতাল ভবনের সামনে একটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর পক্ষ থেকে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত

সমিতির সহকারি সভাপতি বুচান ব্যানার্জী তুলে দেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পার্থপ্রতীম সরকারের হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, নোদাখালী থানার আই সি পার্থ সারথী ঘোষ এবং জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। হাসপাতাল চত্বর জুড়ে সংস্কার চলছে। ডাঃ পার্থ প্রতীম সরকার জানালেন, ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল সংস্কার হচ্ছে। এরপর তিনের পাতায়

বিভাজনের সোরগোলে হারাচ্ছে যন্ত্রণা

পারঙ্গম বিশ্বাস : একসঙ্গে কতগুলি ঘটনা। যা একেবারে হইহই ফেলে দিয়েছে বঙ্গভূমিতে। যার একদিকে রয়েছে নিশ্চিতভাবে কতগুলো প্রণয় সংক্রান্ত ঘটনা। অন্যদিকে আবার রাজ্য ভাঙার একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। বলাবাহুল্য, এই স্ববিরোধী দুটি ঘটনার দুপ্রান্তে অবস্থান করছে রাজ্যের শাসক ও প্রধান বিরোধী দল। শাসক ফার্স্ট, মন্ত্রে আসি সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া কতগুলি ঘটনাপ্রণালিতে। কলকাতার প্রাক্তন মহানগারিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অনেক কথা এখনও পর্যন্ত লেখা হয়েছে। যাতে নিশ্চিতভাবে ঘি ঢেলেছে নিজের সম্পত্তি প্রিয় বান্ধবীকে দেওয়ার শোভন–অঙ্গীকারে। শোভনের এই অশোভনে বেজায় চটেছেন তাঁর স্ত্রী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় থেকে সমাজের এক বৃহত্তর অংশ। কিন্তু ডোন্ট কেয়ার গোছের মনোবৃত্তি নিয়ে শোভন–বৈশাখী তাঁদের লীলা জারি রেখেছেন।

শোভনবাবুর গায়ে অবশ্য এখন না ঘরকা না ঘাটকা স্ট্যাম্প লেগে গিয়েছে ভালোমতোই। যা কোনও ডিটারজেন্টেই আর ওঠার নয়। সেদিক থেকে তাঁর কাদাও কী তাহলে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়কেই স্পর্শ করছে? এর জবাবে যথারীতি দুদল রে রে করে উঠবে। কিন্তু জনতা জনার্দন জানবে বিষয়টা কী। শোভন না হয় ঘরের নয়। তবে নুসরত জাহান যে শাসক দলের বসিরহাটের সাংসদ এটা তো জলজল করে প্রজ্জ্বল্যমান সর্বত্র। তার সঙ্গে সংসদের শপথে নুসরতের নিজেকে বিবাহিত নুসরত নিখিল জাহান পরিচয় করানোটাও বেশ বিদ্যমান। তাও সেই নুসরত বলছেন তিনি নাকী বিয়ে করেন নি।

এরপর তিনের পাতায়

পান চাষিদের মনোবল যোগাচ্ছেন বিন্দুবাসিনী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'যশ' ঘূর্ণিঝড় যেভাবে আছড়ে পড়ার কথা ছিল সেভাবে আছড়ে পড়েনি। কিন্তু সেই সময়কার কোটালে ভেসে গিয়েছে মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদী ও সমুদ্রকূলবর্তী গ্রামগুলি। এবং তারপর থেকেই শুরু হয় রাজনীতির কূটকচালি। সরকার সাধ্যমতো শুরু করে দেয় ত্রাণের কাজ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রাণ বিলির কাজে। যদিও অনেকের কাজকর্মে প্রশ্ন ওঠে বিস্তর। ত্রাণ কার্যের অজুহাতে নদী বক্ষে চলে হুল্লোর এবং পিকনিকের মজা। খিদের জ্বালায় পেটে গামছা বেঁধে বসে থাকা সর্বস্বহারা গ্রামবাসী থেকে কৃষকেরা করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের দাঁতমুখ খিঁচানো পৈশাচিক কাজকর্মের দিকে। সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও হয়তো সবার মুখে খাবার তুলে দিতে পারছে না কিন্তু সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিন্দুতে সিন্ধু হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাও মাঝে মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবীদের একটু খাবারের জন্য আক্রান্তও হতে হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি ধরে সব লুঠ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তবুও শুধু মানুষের কথা ভেবে সব সংগঠনই এগিয়ে যাচ্ছে পিছনে না তাকিয়ে।

প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে চোখে পড়ে নিঃস্বদের হাহাকার। নোনাজলে ভর্তি হয়েছে চাষের জমি। একটি বাচ্চা দৌড়ে এসে বলল, দাদা আমার বাবা আর এখন চাষ করতে পারবে না। তোমরা কি খাবার নিয়ে এসেছো আমাদের জন্য। উত্তরে বিষাদঘন কণ্ঠে শুধু বলতে পারলাম 'হ্যাঁ'। তারপর আর ওর দিকে তাকাতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা বন্দি করছিলাম ওই ভয়াবহ পরিস্থিতিটাকে। পাশে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটি অনর্গল বলে যাচ্ছিল তোমাদের এখান থেকে নিয়ে আমাকে ওই নদীর পাড়ে ছুটতে হবে ওখানে অনেক নৌকা

ভিড়ছে। লাইন দিতে হবে, ওখান থেকেও খাবার আনতে হবে। মা পাশের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে, বাবা গেছে ওদিকে কয়েকজন এসেছে সেখান থেকে জল আনতে। কোনও কথাই ওর সঙ্গে বলতে পারছিলাম না শুধু শুনে যাচ্ছিলাম ওর কথা। একবার জিজ্ঞাসা করলাম সকাল থেকে বেড়িয়ে পরছিস খাচ্ছিস কখন। সে উত্তরে বলল মা সকাল বেলায় রান্না করছে সেটুকু খেয়েই বেড়িয়ে পড়ছি কারণ আর তো কয়েকদিন এরপর আর কেউ আসবে না এখন সংগ্রহ করে না রাখলে সারাবছর চলবে কি করে?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শেষ প্রান্তের গ্রামগুলিই হলো পান পাতার আতুড় ঘর। সারা বছর ধরেই পান চাষে জীবন কাটে গ্রামের পর গ্রাম মানুষের। জলোচ্ছ্বাসের ফলে পানের বরোজ দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু তাতে কোনও প্রাণ নেই। পাট কাঠি দিয়ে তৈরি হয় পান চাষের প্যান্ডেল। এবং সেই প্যান্ডেলের মধ্যেই বসানো হয় পান গাছ। যত্ন আত্তিতে পান পাতা লতিয়ে সবুজ করে তোলে প্যান্ডেলটিকে। মনে হয় যেন শুধু পান পাতাই ওখানে রয়েছে। কিন্তু সেই প্যান্ডেল এখন কালো ধূসর রঙের রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। নামখানার প্রত্যন্ত গ্রামের এক পান চাষি চোখ ভেজা জলে ওই প্যান্ডেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঝড় এলে হয়তো প্যান্ডেল সমেত পান পড়ে যেত কিন্তু এতোটা ক্ষতি হতো না। পান গাছগুলিকে বাঁচানো যেতে কিছুটা হলেও বিক্রি করতে পারতাম আমরা এখন চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আপনারাই তো এখন সহায়।' গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের মন্দিরের ঠাকুর দালানে এসে বসলাম। গ্রামের অনেকেই ওখানে উপস্থিত। অনেক লোক দেখে তাদেরকে মনে করিয়ে দিলাম বর্তমান পরিস্থিতির কথা তারা কিছুটা হেসে বলল, আমরা এখন করোনাটাকে ভুলে গেছি এভাবে কতদিন বাঁচতে হবে তাই জানি না তবে আমাদের এখানে করোনার তেমন কোনও দাপট নেই। ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, বিন্দুবাসিনী মায়ের আশীর্বাদে এখনও পর্যন্ত আমরা ভালোই আছি। তখনই চোখ পড়ল মন্দিরের মধ্যে আট হাতে আটটি অস্ত্র নিয়ে সিংহের উপর বিরাজ করছেন এক দেবী।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৬ জুন – ২ জুলাই, ২০২১

জালিয়াতির বিশ্ব রেকর্ড

করোনা কালে সারা পৃথিবীতেই মানুষের দুঃখ কষ্ট শোক যেমন প্লাবন বইয়ে দিয়েছে তেমনি লক ডাউনের অনিবার্য অভিশাপে রোজগারে টান পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষের। ব্যবসা বাণিজ্যে এবং অর্থনীতিতে যে মন্দা দেখা দিয়েছে তা শুধু ভারতের নয় বিশ্বের কম বেশি অনেক দেশের। এরই মধ্যে পাশাপাশি অদ্ভুত এক মানসিক বিকৃতিও মানব সমাজে হানা দিয়েছে। চাকরি বাকরির অভাব ও রুজি রোজগারের টান বহু শিক্ষিত ছেলে মেয়েকে বিপথগামী করেছে। সাম্প্রতিক কালে সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে এমন কিছু প্রতারণা ও জালিয়াতির সংবাদ যা মানুষের বিবেকে নাড়া দিয়ে যায়। কোথাও দেখা যাচ্ছে এক উচ্চ শিক্ষিত চোর রীতিমতো দল পাকিয়ে দিনের পর দিন সাধারণ গৃহস্থ মানুষকে প্রতারণা করেছে, আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে নিজের বাবা মা আত্মীয়দের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে কোনও এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদে। সাম্প্রতিক অতীতে এ বাংলায় মনুয়া কাণ্ড কিংবা সারদা কাণ্ড সংবাদ মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এ বাংলার জাল ভ্যাকসিন কাণ্ড। এক অর্থে অতি নীরবে পশ্চিমবাংলায় জনৈক ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জন দেব সবাইকে ছাপিয়ে জালিয়াতিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অতি দক্ষ জালিয়াত ও প্রতারকের সংখ্যা কম নয়। ভারত উপমহাদেশে এ ব্যাপারে চার্লস শোভরাজ প্রায় প্রবাদ প্রতিম ছিলেন। করোনা কালে বিভিন্ন দেশে ছোট খাটো অনেক জাল জোচ্চুরির ঘটনা ঘটলেও ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডের পরিবর্তে অ্যানিকেসি অ্যান্টিবায়োটিক এর জালিয়াতি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। বঙ্গ তনয় দেবাঞ্জন পৈত্রিক সূত্রে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান বলে সংবাদে প্রকাশ। বাবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী, কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মাণ, হিন্দি বাংলা কয়েকটি গানের অ্যালবাম করার মতো সৃষ্টিশীল কাজ দেবাঞ্জনবাবু করেছিলেন। কিন্তু অতিমাত্রায় উচ্চাশা তাকে এই ধরনের জালিয়াতির বিশ্ব রেকর্ড করাতে এগিয়ে দিয়েছে।

অপরাধ মনস্তত্ত্ববিদরা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে যথাযথ আলোকপাত করবেন। তবু নাগরিকদের কাছে যে বার্তা পৌঁছেছে তাতে স্পষ্ট অভিভাবক হিসাবে সত্যিকথা বলা ও পরিশ্রমের অর্থ উপার্জনের শিক্ষা থেকে দেবাঞ্জনবাবু বঞ্চিত হয়েছেন। করোনা কালে এই ধরনের প্রতারণা ভূভারতের কোনও রাজ্যে ঘটেনি। জাল ভ্যাকসিন ক্যাম্পে অজস্র সাধারণ মানুষ এমনকি এক সাংসদও ছিলেন তারা স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত। কিন্তু যে প্রশ্নটা উঠে গেল তা এ রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পুর প্রশাসন নিয়ে তা যথেষ্ট অস্বস্তিকর এ রাজ্যের পক্ষে। অনেক রথী মহারথী রাজনীতিকদের সঙ্গে কোন দক্ষতা ও খুঁটির জোরে ভুয়ো আইএএস সেজে দেবাঞ্জনবাবু এতো কর্মকাণ্ড করলেন তা রাজ্যের গোয়েন্দা প্রশাসন নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবেন।

এ রাজ্যে একের পর এক নানা স্তরে প্রতারণা চক্র থাবা বসিয়েছে। ইলেকট্রিক বিলের মেশিন বিক্রয় কিংবা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ভুয়ো পরিচয়ে বয়স্ক মানুষদের নানাভাবে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রতিক কালের আয়লা আমফান যশ ইত্যাদির ত্রাণ বিলি নিয়েও রাজনীতিকদের উপর নানারকমের অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতাও দেখতে পাওয়া যায়।

নৈতিক শিক্ষা বা মূল্যবোধের শিক্ষা আজ সময়ের ডাক, নইলে আগামী দিনে এমন বোফর্স সারদা নারদা ভ্যাকসিন স্ক্যামের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে।

স্মৃতিতে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশবন্ধু পাড়ার বাসিন্দা স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বসু পরিবারের তরফে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।এদিনের টিকাকরণ শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব।

বসু পরিবারের তরফে জানা গেছে, একটি বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় এই টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বাগডোগরা ও বিধাননগরের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের এদিন টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাদের দ্বিতীয় ডোজ এর ব্যবস্থাও পরিবারের তরফে করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথক রাজ্যের দাবি তুলে উস্কানিমূলক মন্তব্য বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে। এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল কংগ্রেস । ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এনজেপি থানায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের তরফে বেশ কিছুক্ষণ থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা জানান, উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবি নিয়ে মুখর হয়েছে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এই বিষয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে উত্তরবঙ্গকে অশান্ত করতে চাইছেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জিসহ আরও বেশ কয়েকজন বিধায়ক। তবে রাজ্যে এভাবে অশান্তির সৃষ্টি করতে দেবে না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। যে কারণে শিখা চ্যাটার্জির গ্রেফতারের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ২ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ২ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের নাম কমল বর্মন (মোড় বাজারের বাসিন্দা) এবং সঞ্জয় মন্ডল (বাঁশবাড়ি এলাকার বাসিন্দা)।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ফুলবাড়িতে জড়ো হয়েছিল ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল। গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান

চালিয়ে একটি দেশী আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ ৪ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেদিন দলের বেশ কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ৮ জুন আরও এক জনকে গ্রেফতার করে।

এরপর বাকিদের খোঁজে তদন্তে নেমে গতকাল রাতে শিলিগুড়ির মাদানিবাজার এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

কুপন না পেয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোর থেকে লাইনে দাড়িয়েও মেলেনি টিকার জন্য কুপন। অথচ অপরিচিতরা তালিকা তৈরি করছে। শেষমেষ তালিকায় নাম থাকলেও কুপন না পেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন টিকার লাইনে দাঁড়ানো অধিকাংশ মানুষ। অভিযোগ তুললেন, টিকার লাইনেও দালাল চক্র কাজ করছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে টিকার জন্য কুপন

দেওয়া ঘিরে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। কুপন দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন টিকা নিতে আসা প্রচুর মানুষ। ভোর ৩ টা থেকে লাইনে দাড়ালেও কয়েকজনকে টিকার জন্য কুপন দেওয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি হাসপাতালে তালিকায় নাম লিখছিলেন বলে জানান বাসিন্দারা। সেখানে ১০০ জনের নাম লেখা হয়েছিল। পরে হাসপাতালের তরফে কিছু কুপন দিয়ে আর কুপন নেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন লাইনে দাড়িয়ে থাকা অধিকাংশ মানুষ। হাসপাতালে দালাল চক্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন।

ডিমভাত না খেয়ে চম্পট

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুরি করতে এসে ডিম ভাত রান্না করে না খেয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ময়নাগুড়ির সুভাষনগর এলাকায়। জানা গেছে ময়নাগুড়ির সুভাষনগরের মৃত ভোলাবাবুর বাড়িতে কমল সরকার নামে একজন ধূপগুড়ির বাসিন্দা ও মঈনুদ্দিন নামের হেমতাবাদের এক বাসিন্দা পরিবার সহ কর্মসূত্রে ভাড়া থাকতেন। একই বাড়িতে পাশাপাশি ভাড়া থাকতেন এই দুটি পরিবার। বেশ কিছুদিন আগে তারা বাড়িতে তালা লাগিয়ে উভয় পরিবারই নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। বুধবার সকালে বাড়ির তালা দুটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। এর পর খবর দেন ভাড়াটিয়া দুই পরিবারকে। ধূপগুড়ির ভাড়াটিয়া কমল সরকার খবর পেয়ে ময়নাগুড়িতে আসেন। তিনি এসে দেখেন দুটি ঘরের তালা ভাঙা অবস্থা। ঘরের আসবাবপত্র সহ সমস্ত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি রান্না ঘরে ঢুকতেই কমল বাবুর চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। তিনি দেখেন রীতিমতো ডিম ভাত রান্না হয়েছে। কিন্তু তা না খেয়েই চম্পট দিয়েছেন দুষ্কৃতীরা। কমল বাবু দেখার পর ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ এসে সমস্ত বিষয় দেখেন এবং তদন্ত শুরু করেছেন। পেশায় শিক্ষক কমল সরকার বলেন, আমি সকালে খবর পেয়ে ছুটে আসি। এসে ঘরের এই অবস্থা দেখলাম। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। আমাদের টিভি সহ বেশ কিছু বাসন পত্র চুরি গেছে। অন্যদিকে আরেক ভাড়াটিয়া হেমতাবাদে থাকায় তাকে ফোন করা হলেও এখনো পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে আসতে পারেননি। পুরো ঘটনাটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা অতিমারিতে কাজ হারিয়েছেন বিড়ি শ্রমিকেরা। এই অবস্থায় আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন তারা। পুনরায় কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে সোমবার শিলিগুড়ির একটি বিড়ি কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখাল সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন AIUTUC-এর সদস্যরা। শ্রমিকেরা জানান, প্রায় দেড় মাস ধরে কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন। তারা কেউ ৩০ বছর আবার কেউ তারও বেশি সময় ধরে এই বিড়ি বাঁধার কাজ করে আসছেন। এখন আবার সেই কাজ ফিরে পেতে চাইছেন। এই দাবিতেই আজ

বিক্ষোভে নেমেছেন।সংগঠনের জেলা সম্পাদক জয় লোধ বলেন, আমরা এই বিড়ি মালিক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। কর্তৃপক্ষের তরফে আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাজ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে যদি তাদের দাবি পূরণ করা না হয় তবে ফের আন্দোলনে নামবেন তারা।

মদ সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল

আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় রাজগঞ্জ ব্লকের বিয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলডুমুর এলাকা থেকে ৩০ বোতল দেশি মদ সহ ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম কামনা সরকার। আমবাড়ি ফাঁড়ির ওসি সজল রায় জানান, গতকাল সন্ধ্যায় জলডুমুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এই মহিলাকে মদ সহ ধরে। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ৩০ বোতল দেশি মদ সহ এই মহিলাকে গ্রেফতার করে। আজ তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

আত্মবলিদান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলপাইগুড়িতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান দিবস। বুধবার জলপাইগুড়ির বিজেপি জেলা কার্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ছোটো করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ জানান বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়াও জেলা জুড়ে দিনটিকে স্মরণ করার পাশাপাশি দিনভর বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মোদীর নেতাজি কমিটি থেকে অনিতাকে বাদ দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী এ বছর নেতাজির ১২৩ বর্ষের ৮৫ সদস্যের যে কমিটি গড়েছেন সেখান থেকে তথাকথিত নেতাজি কন্যা অনিতার নাম বাতিলের দাবি তুলেছেন নেটিজেনরা। ভারত বাংলাদেশ সহ নেতাজি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি ও গবেষক হ্যাস-ট্যাগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন গত ১৪ জুন। প্রধানমন্ত্রী দফতরকে ট্যাগ করে দাবি তোলা হয়েছে নেতাজি কমিটি থেকে অনিতার নাম সরাতে হবে। উল্লেখ্য ওই কমিটির অন্যতম সদস্য বাংলাদেশের নেতাজি গবেষক আশরাফুল ইসলাম বাংলার নেতাজি গবেষক ও অনুরাগীদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে জানিয়েছেন যে ভারত সরকার প্রকাশিত দলিলেই প্রকাশিত হয়েছে অ্যানিটা পাফ নেতাজির সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কিত নন। নেতাজি সুভাষ আই এন এ ইনফরমেশন সেন্টার, কলকাতা

#deleteanitasnamefrompmnetajicommitteel@narendramodi@PMO India

একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী সহ আরও কয়েকজন নেতাজি অনুরাগীদের মতোই তারাও দাবি করেন যেন অনিতা পাফের নাম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি কমিটি থেকে অবিলম্বে সরানো হোক। সেন্টারের সাম্মানিক সঞ্চালক বোধিসত্ত্ব তরফদার জানিয়েছেন অনিতা পাফের নাম থাকা উচিত নয় এবং নেতাজি জীবন বিষয়ক কোনও মিথ্যাচার যদি হয়ে থাকে, তবে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সেটি জনসমক্ষে আনা উচিত।

সোস্যাল মিডিয়ায় অনিতার নাম বাদ দেওয়ার এই আর্জিতে সামিল হয়েছেন আট থেকে আশি সকলেই। এই নিয়ে ফেসবুকে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদের বন্যা বইছে। এই হ্যাস ট্যাগ আন্দোলনের আহ্বায়ক ড. জয়ন্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, আগামী দিনে প্রতিবাদকারী সকলের বক্তব্যেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে তুলে ধরা হবে। উল্লেখ্য, জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক বিজয় নাগ, নেতাজি গবেষক মধুসূদন পাল, কেশব ভট্টাচার্য এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নেতাজি অনুরাগীরা প্রয়োজনে আইনগত পদক্ষেপের কথাও ভাবছেন বলে জানিয়েছেন।

ঢাকায় আটক ভয়ঙ্কর হন্তারক নারী

আশরাফুল ইসলাম

শনিবার ঢাকায় বাবা-মা ও বোনকে হত্যার পর স্বেচ্ছায় পুলিশ ডেকে ধরা দিয়েছেন ভয়ঙ্কর এক হন্তারক নারী। অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তার স্বামী ও চার বছরের শিশু কন্যাকেও। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রথম স্বামীকে হত্যা করে দীর্ঘদিন কারাবাসে কাটিয়ে জামিনে মুক্ত হয়ে আসা ওই নারীর উশৃঙ্খল আচরণ অতিষ্ট করে তুলেছিল পরিবারটিকে।

এদিন গণমাধ্যমকর্মীদের পুলিশ জানান, ঢাকার কদমতলী এলাকার একটি বাড়ি থেকে শনিবার সকালে এক দম্পতি ও তাদের এক মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধ করে তাদের হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দম্পতির বড় মেয়ে মেহেজাবিন ইসলাম মুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সকাল ৮টার দিকে পুলিশের জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে মুন বলেন, আমি মা-বাবা ও বোনকে হত্যা করেছি। আপনারা দ্রুত না এলে আমার স্বামী ও মেয়েকে হত্যা করব।'

ফোন পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মুনকে আটক করে পুলিশ। তিনজনের লাশ উদ্ধার ছাড়াও মুনের স্বামী শফিকুল ইসলাম ও মেয়ে মারজান তাবাসসুম তৃপ্তিয়াকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগে প্রথম স্বামী জামিউল ইসলাম আমিনকে হত্যার দায়ে দীর্ঘদিন জেল খাটেন মুন।

কদমতলীর মুরাদপুর হাইস্কুলের পাশে লালমিয়া সরকার রোডের ২৮ নম্বর ছয় তলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন মাসুদ রানা (৫০)। তার সঙ্গে স্ত্রী জোৎস্না ইসলাম মৌসুমী (৪০) ও ছোট মেয়ে জান্নাতুল (২০) থাকতেন। বড় মেয়ে মুনের প্রথম বিয়ে হয় ২০১৪ সালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে।

বিয়ের ৬ মাসের মাথায় তার স্বামী আমিন খুন হন। আমিন খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন মুন, তার মা মৌসুমী, ছোট বোন জান্নাতুল ও মুনের খালা শিউলি আক্তার। কারাগারেই জন্ম হয় তার মেয়ে তৃপ্তিয়ার।

কিছুদিন পরই সবাই জামিনে ছাড়া পেলেও মুনের জামিন হয়নি। প্রায় ৫ বছর জেল খাটার পর দেড় বছর আগে জামিনে মুক্ত হন মুন। এর কিছুদিনের মধ্যেই

শফিকুল ইসলামের (৩০) সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে স্বামীর সঙ্গে কদমতলীর বাগানবাড়িতে থাকতেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের প্রবাস জীবন শেষে গত ৫ মাস আগে দেশে ফেরেন মাসুদ রানা।

মুনের চাচাতো বোন শিলা ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, মেহজাবিন তার পরিবারের সবাইকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। সে তার আগের ঘরের স্বামীকেও খুন করেছে। সেই মামলায় মেহজাবিনের জেল হয়েছিল। পাঁচ বছর জেল খেটে সে জামিনে ছাড়া পায়। তিনি বলেন, গত দু'দিন আগে স্বামী সন্তানকে নিয়ে মায়ের বাসায় বেড়াতে আসে মেহজাবিন। এসেই তার ছোট বোনের জান্নাতুলের সঙ্গে তার স্বামীর পরকীয়া রয়েছে বলে বাবা-মাকে অভিযোগ করে। এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হয়। তার জেরেই হয়তো এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

মাসুদ রানার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন আব্দুল মতিন। তিনি বলেন, জায়গা সম্পত্তি নিয়েও পরিবারের সঙ্গে বিরোধ ছিল মেহজাবিনের। সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য বাবা-মাকে অনেক চাপ দিত। এ নিয়ে এর আগে বৈঠক শালিস হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকেও ওই বাসায় অনেক চেঁচামেচি হয়েছে। রাত ১০টার পর ওই বাসা থেকে কোনও শব্দ পাওয়া যায়নি। পরে সকালে পুলিশ আসার পর আমার হত্যাকান্ডের বিষয়টি বুঝতে পারি।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শফিকুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় সবার জন্য চা বানায় মুন। আমরা একসঙ্গে সবাই বসে সে চা খেয়েছি। এরপর আর কিছুই মনে নেই। পুলিশ বলছে, ওই বাসা থেকে ৪০টি ঘুমের ওষুধের স্ট্রিপ পাওয়া গেছে। যে ওষুধ একজন সুস্থ মানুষ সর্বোচ্চ ৪ মিলিগ্রাম খেতে পারে। প্রতিটি ওষুধ ২ মিলিগ্রাম করে। সেখানে ৪০টি ওষুধ ৮০ মিলিগ্রাম ৫ জনকে খাইয়েছে মুন। অর্থাৎ একজনকে দিয়েছে ১৬ মিলিগ্রাম করে। ওভারডোজের কারণে সবাই অচেতন ছিলেন। এরপর মুন সবার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধে। কদমতলী থানার ওসি জামাল উদ্দিন মীর বলেন, হাত-পা বাঁধার পর সবাইকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মুন। সকাল ৮টার দিকে পুলিশের জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে সে হত্যার কথা জানায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের ওয়ারী বিভাগের ডিসি শাহ ইফতেখার বলেন, পুলিশ ফোন পাওয়ার পর দ্রুত ওই বাড়িতে যায়। সেখানে তিনজনের লাশ ও দুইজনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। শফিকুল ও তার মেয়ে তৃপ্তিয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়ায় শিশু তৃপ্তিয়ার মুখমন্ডল সবুজ হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, শফিকুল ও তৃপ্তিয়া আশঙ্কামুক্ত। কী কারণে মুন এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনটি হত্যাকাণ্ডের কারণে মুন অনেকটা ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। তাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা মরদেহগুলো হাত পা বাঁধা অবস্থায় পেয়েছি।

পুলিশ কর্মকর্তারা আরও বলেন, মুনের সাথে কথা বলে প্রাথমিকভাবে যেটা জানতে পেরেছি, বাবা দেশে না থাকায় তার মা তাকে এবং তার ছোট বোনকে (নিহত জান্নাতুল) দিয়ে দেহ ব্যবসা করাত। এসব নিয়ে প্রতিবাদও করেছিল সে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ছোট বোনকে দিয়ে ব্যবসা চলছিল। এর মধ্যে তার স্বামী ছোট বোনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এছাড়া মেহজাবিনের বাবা মাসুদ রানা ওমানে আরেকটি বিয়ে করেছেন। এসব মিলিয়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ থেকে পরিবারের সবাইকে হত্যার পরিকল্পনা করেন বলে মেহজাবিন পুলিশকে জানিয়েছেন।

তবে মেহজাবিনের একার পক্ষে এই ঘটনা ঘটানো কতটুকু সম্ভব, এনিয়ে পুলিশের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কদমতলী থানার ওসি জামালউদ্দিন মীর বলেন, মেহজাবিনের স্বামীকেও আমরা সন্দেহের বাইরে রাখছি না। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সম্পত্তির বিষয়ও এখানে রয়েছে। তদন্তে এসব আসবে।

গুরুতর অসুস্থ অভিযুক্তের স্বামী শফিকুল ইসলাম অরণ্য জানান, অভিযুক্ত নারী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছিলেন। পরিবারের সঙ্গে নানা কলহে জড়াতেন। এমনকি স্বামী অরণ্যের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। অরণ্যকে মিটফোর্ড হাসপাতালে আর তাদের ৪ বছরের ছোট মেয়ে তৃপ্তিকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

করে। এভাবেই তারা সদ্‌গুরু ও ভক্তরূপে স্বীকৃত হয়। এইপ্রকার ধর্মনীতি লঙ্ঘনকারীরা প্রামাণিক আচার্য এবং গুরু-পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত সাধুজনোচিত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার জন্য আচার্যদের নীতি অনুসরণ না করেই, তারা নিজেরা তথাকথিত আচার্য সেজে বসে।

এই ধর্মধ্বজী দুর্বৃত্তরা মানব-সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উৎপাত বিশেষ। যেহেতু ধার্মিক সরকার বা শাসকবর্গ না থাকায় তারা রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু তারা দৈবের বিধানের কবল থেকে রেহাই পায় না। ভগবদ্‌গীতায় (১৬/১৯-২০) শ্রীভগবান স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, ধর্মপ্রচারকের বেশধারী এইসব ঈশ্বর-বিদ্বেষী অসুরেরা নরকের অন্ধকারতম অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হবে। শ্রীঈশোপনিষদে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় যে এই সব কপট ধর্মাচার্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গুরুগিরির কাজ সমাপ্ত করে জগতের সবচেয়ে জঘন্যতম লোকে গতি লাভ করেছে।

ফেসবুক বার্তা

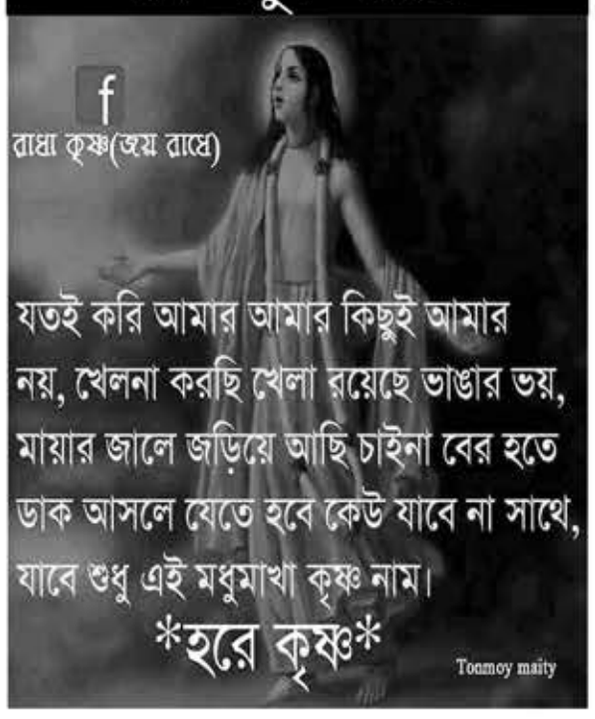

খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে জয়নগরে চললো বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় চললো গন্ডগোল, চললো বোমা বাজি। রবিবার সকালে জয়নগর থানার খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমরেজগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশের এলাকায় ঘটা এই ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এই এলাকার দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি খাস জমিকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল চলছিল। রবিবার সকাল থেকে ওই খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দফায় দফায় বোমাবাজি হয়। উদ্ধার হয় একটি তাজা বোমা। গোচরণ

ঢোসা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে গ্রামবাসীরা । উভয় পক্ষের এই গন্ডগোলের জেরে জখম হয় বেশ কয়েকজন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যান জয়নগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গেল, রাস্তার ধারে কিছুটা খাস জমিকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এ দিন সকালে গন্ডগোল শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনা স্থলে গিয়ে সাত জনকে গ্রেপ্তার করে। এলাকায় দুটি বোমা মারা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশি হস্তক্ষেপে এখন এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তবে ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল ।

ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ ধৃত চার ডাকাত কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। রাতের অন্ধকারে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুষ্কৃতীদের বানানো ছক বানচাল করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে অভিযানে নেমে জয়নগর ও কুলতলি মধ্যবর্তী বকুলতলা থানার প্রিয় নাথের মোড় এলাকার পেট্রোল পাম্পের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৪ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি চোরাই মোটর বাইক আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ধৃতদের নাম নীলকমল মন্ডল (২২) বাড়ি বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর এলাকায়, আরিফ হোসেন মোল্লা (২১), বাড়ি মগরাহাট থানার হানসুরি এলাকায়, হাকিম মন্ডল (২২) বাড়ি মগরাহাট থানার হানসুরি এলাকায় এবং শরিফুল ঘরামি (৩৫), বাড়ি কুলতলি থানার দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে এও জানা গেল, বেশ কয়েক দিন ধরে বকুলতলা থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাতের অন্ধকারে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটছিল। তদন্তে নেমে স্থানীয় শাহজাদপুর গ্রামের বাসিন্দা নীলকমল মন্ডল

(২২) নামে এক যুবকের নাম জানতে পারে পুলিশ। গত কয়েক দিন ধরে যুবকের উপর নজর রাখতে শুরু করে বকুলতলা থানার বিশেষ টিমের পুলিশরা। শুক্রবার পুলিশ জানতে পারে, নীলকমল সহ মোট ৪ জন ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রিয়নাথের মোড়ের কাছে জড়ো হতে চলেছে। গোপন সূত্রে সেই খবর পাওয়ার পরই দুষ্কৃতীদের হাতে নাতে ধরতে ওঁত পেতে বসে থাকে পুলিশ। এরপর রাত দেড়টা নাগাদ দুটি বাইক নিয়ে চার দুষ্কৃতী জড়ো হতেই তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়। তাদের কাছে থাকা বাইক দুটি চোরাই সন্দেহে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উড়ে এসে কেটলিতে পড়ল গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন ধূমকেতু পড়ার মতো আচমকা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। কোনও কিছু বোঝার আগেই আকাশপথে বন্দুকের গুলি এসে পড়লো চায়ের দোকানের চায়ের কেটলিতে।আকাশপথে চায়ের কেটলিতে গুলি পড়ায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। পাশাপাশি চায়ের দোকানে বসে থাকা খদ্দেররা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। ঘটনাস্থল বাসন্তী থানার পানিখালি বাজার। ঘটনার খবর জানতে পেরে তদন্ত শুরু করেন খোদ বাসন্তী থানার আইসি আব্দুর রব খান ও বাসন্তী থানার স্পেশাল পুলিশ টিম। ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গুলি রহস্য ভেদ করে বুধবার দেশি বন্দুক ও পাঁচ রাউন্ড গুলি সমেত এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত ২১ জুন সন্ধ্যায় বাসন্তী থানার দক্ষিণ পানিখালি গ্রামে সদানন্দ দাস ও তার ছেলে

পারিবারিক বচসায় জড়িয়ে পড়ে। বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সদানন্দ। ছেলেকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করার জন্য বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শূন্যে গুলি চালায়। সেই গুলি গিয়ে পড়ে পানিখালি বাজারের জনৈক এক ব্যাক্তির চায়ের দোকানের চায়ের কেটলিতে। এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্তে নেমে সদানন্দ দাস নামে এক দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করে। সদানন্দের কাছ থেকে পুলিশ একটি দেশি বন্দুক ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাসন্তী থানার পুলিশ আকাশপথে গুলি পড়ার ঘটনার রহস্য ভেদ করে। ধৃত ব্যাক্তি তার ছেলেকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি চালিয়েছে বলে স্বীকার করেছে পুলিশের কাছে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র আইনে একটি মামলা রুজুর করেছে। পাশাপাশি কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছে, আর কে বা কারা এর পিছনে জড়িত সে বিষয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

দুয়ারে 'খাবার' ইলামবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা ভোটে শূন্য পেলেও সমাজের বুক থেকে হারিয়ে যায় নি ওর। তা আবার

প্রমাণ করলো 'রেড ভলেন্টিয়ার। ইলামবাজার এলাকার করোনা আক্রান্ত পরিবারের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দিচ্ছে ইলামবাজার 'রেড ভলেন্টিয়ার' সদস্যরা গত চার সপ্তাহ ধরে। করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার পর এবার রান্না করা খাবার পৌঁছে দিচ্ছে 'রেড ভলেন্টিয়ার' সদস্যরা। ইলামবাজার 'রেড ভলেন্টিয়ার' সদস্য ওয়াসিফ ইকবাল বলেন, 'কথা দিয়েছিলাম আমরা নির্বাচনের পরেও মানুষের পাশে থাকবো। সেইকথা রাখার চেষ্টা করছি।' (ছবিতে – করোনা আক্রান্তর বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিচ্ছে 'রেড ভলেন্টিয়ার' সদস্য।

পায়রা ধরার নেশায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার পায়রা ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া শিশুর দেহ অবশেষে উদ্ধার হলো পুকুর থেকে। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,সমবয়সী বন্ধুদের সাথেই বেরিয়ে ছিলো পায়রার খোঁজে। তারপর থেকে কোনও হদিসই মিলছিলো না পাঁচ বছরের ইমদাদুল লস্করের। অবশেষে গ্রামেরই একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হলো নিখোঁজ শিশুটির মৃতদেহ। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার অন্তর্গত বেলেদুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুইচবাটি এলাকায়। ওই গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা সইদুল লস্করের পাঁচ বছরের ছেলে ইমদাদুল লস্কর পাড়ার অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতে গিয়ে পায়রা ধরতে গিয়েছিলো। ইমদাদুলের আবার বাবা সইদুলের মতো পাখি ধরার শখ ছিলো। ফাঁকা মাঠের পাশে গাছে পায়রা বসে থাকতে দেখে শিশুদের দলটি সেদিকেই যায়। কিন্তু পাখি উড়ে যাওয়ায় সেই পায়রার খোঁজে তাঁরা ধাওয়া করে অনেক দূরে চলে যায়। আর সবার পিছনে পড়ে যায় ইমদাদুল। পায়রা ধরার নেশায় অন্যমনস্কভাবেই পা পিছলে পড়ে যায় একটি পুকুরে। তাঁর সাথে থাকা অন্য শিশুরা তা দেখলেও তাঁরা ভয়ে বাড়িতে কাউকে কিছুই জানায়নি। এদিকে শিশুটি বাড়িতে না ফেরায়

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তাঁর পরিবার। গ্রাম বাসীরাও এলাকায় খোঁজার চেষ্টা করে না পেয়ে আশেপাশের এলাকায় মাইক নিয়ে প্রচার চালানো হয়। শিশুটির ছবি সম্বলিত পোস্টারও মারা হয় এলাকায়। স্থানীয় বকুলতলা থানায়ও খবর দেওয়া হয়। এরপর সোমবার সকালে পুলিশ ও গ্রামবাসীরা মিলে ওই এলাকায় গিয়ে নিখোঁজ শিশুর সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। সেই খোঁজাখুঁজিতেই পুকুরের জল থেকে উদ্ধার হয় শিশুটির মৃতদেহটি। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। শিশুটির মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রেল অবরোধে উত্তাল দক্ষিণ শাখার একাধিক এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবিতে ট্রেন অবরোধ। সকলের জন্য লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারের বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি আরও জটিল হলো মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বিক্ষোভ ওঠাতে গেলে বিক্ষোভকারীরা তাড়া করে পুলিশকে। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও। সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও উপরও চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন সহ অন্যান্য গণপরিবহন। যার জেরে গ্রাম এবং শহরতলির মানুষের যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ রয়েছে। যা প্রভাব ফেলেছে সাধারণ মানুষের রোজগারে। স্টাফ স্পেশ্যাল কিছু ট্রেন চললেও সেখানে উঠতে পারছেন না

সাধারণ মানুষ। তাই সকলের জন্য লোকাল ট্রেন চালু করা নিয়ে বুধবার ঘণ্টা চারেক বিক্ষোভ হয়েছিল সোনারপুর স্টেশনে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বিক্ষোভ শুরু হয় সোনারপুরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই রেলপুলিশ হঠিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীদের। এর পর মল্লিকপুর স্টেশনে শুরু হয় রেললাইন বিক্ষোভ। বহু মানুষ রেললাইন অবরোধ করে ট্রেন চালুর দাবি জানাতে থাকেন। এর জেরে যে সব স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেন চলছিল, সেগুলিও আটকে পড়ে।এর পরে একে একে ক্যানিং শাখার ঘুটিয়ারিশরিফ, বেতবেড়িয়া, তালদি ও লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার গোচরণে ট্রেন অবরোধ চলে বেলা পর্যন্ত দফায় দফায়। মল্লিকপুর স্টেশনে এদিন রেল পুলিশ পৌঁছলে তাঁদের ঘিরে ধরেন বিক্ষোভকারীরা। বারুইপুর থানা থেকে পুলিশের একটি দল যায় ঘটনাস্থলে। তখন উত্তেজিত জনতা তেড়ে যান পুলিশের দিকে। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেল, তাঁরা লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে আগেও রাজ্যের সাথে কথা বলেছিল। আবার নবান্নতে চিঠি দিচ্ছে। রাজ্যে না চাইলে তাঁরা এই পরিষেবা চালু করতে পারবে না।

ভ্যাকসিন প্রদান

সঞ্জয় চক্রবর্তী: :হাওড়া পাঁচলা গাববেড়িয়া হসপাতালে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই করোনা প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের নেওয়ার জন্য ছিল লম্বা লাইন। যদিও এর আগেও এখানে ভ্যাকসিন সব জায়গার সাথে ওখানেও নিয়ম মেনে দেওয়া হয়। আগে থেকেই সকলের নাম নথিভুক্ত করা হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই ভ্যাকসিনই দেওয়া হয়। তবে দ্বিতীয় চেয়ে প্রথম ডোজ নেওয়ার মানুষের সংখ্যাই বেশি ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে করোনা বিধি মেনেই এই ভ্যাকসিন সকলকে প্রদান করা হয়। আর সরকারের পক্ষ থেকে যে করোনা

মহামারি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ভ্যকসিনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই ভ্যাকসিন নিতে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

গণধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন রাতে কদ্দালীতলা পঞ্চায়েত এলাকায় মাঠে শৌচকর্ম করতে যাওয়ার সময় এক তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দুই নাবালক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিউড়ি জুভেনাইল জাস্টিজ বোর্ড দুই নাবালককে চোদ্দো দিনের জন্য হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। অপর অভিযুক্তকে ১৮ জুন বোলপুর আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ১২ জুন দুপুরে মোহদিপুর দাসপাড়ায় পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার সময় পনেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো বিপদতারণ দাসের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পলাতক।

পান চাষিদের

প্রথম পাতার পর

বিন্দুবাসিনী মায়ের এই মূর্তি আগে কখনও দেখিনি। তাদের কে প্রশ্ন করতেই তারা বলল, এই দেবী হলেন পানের বরোজের দেবী। মনে মনে ভাবলাম ভগবান যা করেন তা তো মঙ্গলের জন্যই করেন কিন্তু বিন্দুবাসিনী মা তার এই সন্তানদের কতটা বিপদ থেকে মুক্ত করলেন তা ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশির ভাগই আঞ্চলিক উৎসব হিসাবে লোকগাঁথার লোক দেবদেবীরা বিরাজ করেন । মনসা থেকে বনবিবি বা দক্ষিণ রায় এঁনাদের পুজো উৎসবেই মেতে থাকে মৌলে এবং সুন্দরবনবাসী। কিন্তু বিন্দুবাসিনী মা মা দুর্গার এক রূপ। এই রূপের পুজো হয় চৈত্র মাসের প্রথম রবিবার বা কিছু কিছু জায়গায় শেষ রবিবার। চৈত্রের শুরু থেকেই বছর শেষের বিষাদের সাথে সাথে সেই সময় কোন চাষবাস বা পান চাষ না থাকায় অনেকটাই সময় থাকে গ্রামবাসীদের হাতে। তাই নতুন বছরকে আহ্বানের সাথে সাথে তারা মেতে ওঠে এই বিন্দুবাসিনী উৎসবে। এই উৎসব বেশিরভাগটাই হয় যেসব গ্রামে পান চাষ হয় বেশি। পান চাষিদের ঘরে ঘরে এই দেবীর পুজো করার রীতি রয়েছে। পানের মালা পড়িয়ে বিন্দুবাসিনী মায়ের পুজো হয়। আবার অনেকের মুখে এও শোনা গেল বছরের তিন থেকে চার বার পান গাছ লাগিয়ে তার চাষ হয়। এবং চাষ শেষে পান উঠলেই পানের বরজে বিন্দুবাসিনী মায়ের আহ্বান করে অনেকে।

করোনা আবহে উৎসব হয়েছে খুব স্বল্প পরিসরে। কোথায় যেন এক বিশ্বাসে তারা ডুবে রয়েছে মায়ের পুজোর কোনও ত্রুটিতেই হয়তো হলো এতো ক্ষতি। তারা এখনও আশাবাদী এই বিন্দুবাসিনী মাই তাদের আবার ঘরে সুখ ফিরিয়ে আনবে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করবে নতুন করে চাষ করবার। যদিও মাটির নোনা জলের প্রভাব কতটা কমবে তারা এখনও সে বিষয়ে সন্দিহান তবুও বৃষ্টির পরিসর দেখে কিছুটা হলেও আশাবাদী। তারা বেঁচে আছে এখন বিন্দুবাসিনী মাকে আধার করেই। এটাই তো সনাতন সভ্যতার একটি বড়ো পাওনা। এই সব কল্পিত ভগবানই শক্তি যোগায় মনের এগিয়ে দেয় আবার নতুন জীবনের পথে।

বিভাজনের সোরগোলে

প্রথম পাতার পর

নিখিল জৈনের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনে ছিলেন। যথারীতি এখানেও এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনিও টলিউড ইন্ডাস্ট্রির যশ দাশগুপ্ত। এই সাংসদকে তৃণমূলের বিড়ম্বনার মাঝে ঘাসফুল শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলছেন আরেক নবনিযুক্ত বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। তিনিও তাঁর স্ত্রীকে রীতিমতো ধমকে চমকে অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজকে নিয়ে মেতেছেন বলে বাজারে একেবারে টি টি পড়ে গিয়েছে। এসবের মাঝে বিজেপির এক সদ্য পরাজিত প্রার্থীর চতুর্থ প্রেমের গল্পও উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। বলাবাহুল্য, তৃতীয় বিয়ে কার্নিশে পৌঁছে যাওয়া এই অভিনেত্রী হলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

এর পাশাপাশি অন্য টপিকটাতেও ঝাঁকি মারতে হবে নিমেষে। রাজ্যভাগের এই নতুন খেলা বিজেপির হাত ধরে শুরু হয়েছে। তাতে আপাতত পশ্চিমবঙ্গকে তিনভাগ করার গল্প ছড়ানো হচ্ছে। এরমধ্যে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লার বক্তব্য দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ শাসনের ভাবনা অবাস্তব। তাই উত্তরবঙ্গ হোক পৃথক রাজ্য। সম্প্রতি বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে বিজেপি যেরকম নিরঙ্কুশ আধিপত্য দেখিয়েছে তাতে এই দাবিতে অন্যায় দেখছে না বিজেপির অনেক নেতা কর্মী। যদিও প্রকাশ্যে দলের পক্ষে বলা হচ্ছে বাংলা ভাগের বিরোধী তাঁরা। কিন্তু অতীতে যে বিজেপি উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় আর বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড গড়েছে তাদের জন্য বাংলায় আলাদা রাজ্যের দাবি খুব একটা অবাস্তব নয় বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। এর পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ আবার জঙ্গলমহলকে রাঢ়বঙ্গ করে তোলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। যদিও ভোটে হেরে বিজেপি বাংলায় অস্থিরতা তৈরি করতে এসব করছে বলে পালটা অভিযোগ করছে তৃণমূল।

এখন আম বাঙালির প্রশ্ন সংসার ভাগ আর রাজ্য ভাগের এই নাটক কী আসলে করোনার ভয়াবহতা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর অভিসন্ধি? নাকী ডালে অন্য কিছু কালাও আছে?

দলবাজির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এ প্রসঙ্গে হাবড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সিতাংশু (ঝন্টু) দাস বলেন, 'রাজনৈতিক রঙ দেখে ভ্যাকসিন দেবার কথা যারা বলছেন, তারা ঠিক বলছেন না। পুরসভা থেকে ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা তৈরির কথা শুরু করেছে। আর এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোনও দলমত দেখা হচ্ছে না। তালিকা অনুযায়ীই ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।' অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুর প্রশাসক প্রবোধ সরকার বলেন, 'আমাদের এখানে দলমত নির্বিশেষে টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াইশো করে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সকালবেলা। সারাদিন আমরা নামের তালিকা নিই পুরসভায়। পরদিন সেই তালিকা ধরে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বারাসতবাসীর অভিযোগ, বয়স্ক বা প্রবীণ নাগরিকদের টিকাকরণের জন্য বিভিন্ন পুরসভা এমনকি পার্শ্ববর্তী মধ্যমগ্রাম পুরসভা, যেমন বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প করে বা, বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে টিকাকরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে, বারাসত পুরসভার পক্ষ থেকে তেমন কোনও উদ্যোগ এখনও দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার পুর প্রশাসক সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা যেরকম ভ্যাকসিনের জোগান পাচ্ছি, দিনের দিন তার সবটাই দিয়ে দিচ্ছি। দৈনিক প্রায় চোদ্দ-পনেরোশো করে টিকাকরণ হচ্ছে। একদিন উনিশশো পেয়েছি, তাও দিয়ে দিয়েছি। আর এটা বারাসত পুরসভার অন্তর্গত চারটে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেওয়া হচ্ছে। সেগুলি হল, দ্বিজহরি দাস কলোনি, নবপল্লী বয়েজ স্কুলের কাছে, হাটখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বাদুতে। এখানে দলবাজির কোনও ব্যাপার নেই। লাইনে যারা থাকবেন, তাদেরকেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।' বারাসত স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস কুমার রায় বলেন, 'আমরা কোভিশিল্ড, কোভ্যাকসিন সবই দিচ্ছি। যখন যেটা পাচ্ছি, সেইমতো দেওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি অনুযায়ীও দেওয়া হয়ে ছাকে। সরকারিভাবে বলতে পারি প্রতিদিন প্রায় পনেরো হাজারের মতো ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়া বেসরকারিভাবেও তো আরও দেওয়া হচ্ছে। আঠারো বছরের থেকে সবাই এই টিকাকরণের আওতাভুক্ত।'

আইএমএ-র বারাসত শাখার প্রেসিডেন্ট ডা. তপন কুমার বিশ্বাস বলেন, 'বেসরকারিভাবে কোভিশিল্ডটাই দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাকসিন প্রতি ধার্য হচ্ছে ৭৮০ টাকা। বারাসতে ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার এবং সুরক্ষা এই দুটি জায়গা থেকে দেওয়া হচ্ছে।'প্রসঙ্গত, নবান্ন থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকার অনুমতি নিয়ে ভ্যাকসিন কেন্দ্রে গেলে তাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, এই মর্মে এক নির্দেশিকা জারি হয়। এ প্রসঙ্গে হাবড়া থানার আইসি গৌতম মিত্র বলেন, 'আমার কাছে এমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি। ফলে এ বিষয়টা আমার জানা নেই।'

হাসপাতালে বরাদ্দ

প্রথম পাতার পর

রোগীদের থাকার ভবন, আউটডোর, মেডিসিন রুম অত্যাধুনিক করা হয়েছে। হাসপাতালের বাউন্ডারিও নতুনভাবে তৈরি করা হবে। হাসপাতালে একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যেতো, তাই ড্রেনেজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হচ্ছে। আগে হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব ছিল, সে সমস্যাও বর্তমানে মিটেছে। তিনি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমরা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই হাসপাতাল সেজে উঠছে। আগামী দিনে আমাদের ব্লক হাসপাতাল একটি মডেল হাসপাতাল হিসাবে নজির সৃষ্টি করবে।

Government of West Bengal
Tender Notice

Scaled tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no. 25/SDICO/KAK, dated : 23.06.2021. Last date of bid submission : 02.07.2021 up to 12pm. For details, contact Office of SDICO, Kakdwip during working hours (Phone No. 03210-255-673).

Sd/-
SDICO, Kakdwip
South 24 Parganas
3899/DICO/S24Pgs. Dt. 23.06.2021

Government of West Bengal
Tender Notice

Scaled tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Canning Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no. 166/SDICO/CNG, dated : 23.06.2021. Last date of bid submission : 02.07.2021 up to 12pm. For details, contact Office of SDICO, Canning during working hours (Phone No. 03218-257512).

Sd/-
SDICO Canning
South 24 Parganas
3897/DICO/S24Pgs. Dt. 23.06.2021

Government of West Bengal
Tender Notice

Scaled tenders in duplicate are invited from resourceful private security agencies for providing night guard for the I&CA Department Office at Kakdwip Sub-Division, South 24 Parganas vide memo no. 04/SPl. DICO/KAK, dated : 23.06.2021. Last date of bid submission : 02.07.2021 up to 12pm. For details, contact Office of Spl DICO, Kakdwip during working hours (Phone No. 03210-255-141).

Sd/-
Spl DICO (in-charge)
Kakdwip, South 24 Parganas
3901/DICO/S24Pgs. Dt. 23.06.2021

নবরূপে সজ্জিত শৈবতীর্থ বড়কাছারী খুলে দেওয়া হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র হলো শৈবতীর্থ বাবা বড় কাছারী ধাম। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত এই শৈবতীর্থ সুপ্রাচীন একটি তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থক্ষেত্রে যাবার জন্য বাখরাহাট স্কুল স্টপেজে নেমে অটো ও ভ্যানে করে যেতে হয়। অনেকেই আবার ম্যাটাডোর করে আসে। এই তীর্থক্ষেত্রের নানা সমস্যা ছিল। সম্প্রতি লকডাউনপর্বে এই তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে অবাকই হতে হল। কারণ এই তীর্থক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বাখরাহাট মোড় থেকে মন্দিরে যাবার রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে– পিচ করে। পিচের পরেও দুদিকে টাইলস বসানো হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন রাস্তা এবং বাবার পুকুরে যাবার রাস্তায় টাইলস বসানো হয়েছে। পুরনো ঘাটের পাশে আরও একটি পাকা ঘাট হয়েছে। পুকুর শাল বলগা দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। পুকুরের পাড় ঘিরে সুদৃশ্য পার্ক করা হয়েছে। লাইট, বসার সিট সহ নানা স্থাপত্য নির্মাণ করে অভূতপূর্ব সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক সুলভ শৌচাগারও নির্মাণ করা হয়েছে। পানীয় জলের জন্য রিজার্ভার করা

হয়েছে। একটা ঝাঁ চকচকে পরিবেশ মন্দির ঘিরে শোভা পাচ্ছে। বছর তিনেক আগে বাখরাহাট বুড়ির পোলের কাছে তারাপীঠ মন্দির তোরণের ন্যায় বাবা বড় কাছারী তোরণও করা হয়েছে। তবে গত বছর লকডাউনের সময় মন্দির বেশ কিছুদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানেও করোনার বাড়বাড়ন্তের সময় থেকে মন্দির ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য মন্দির বন্ধ ছিল। গত ২০ জুন আবার তীর্থযাত্রীদের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, আপাতত মন্দির খোলা থাকবে সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। মন্দির ঘিরে যাবতীয় পুজোর ডালার ও খাবার দোকান এতদিন বন্ধ ছিল। মন্দির খোলায় ব্যবসায়ীরাও খুশি। সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর জানালেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে রাজ্যের পর্যটন দফতর মন্দির ও সংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যায়ন করেছে।

ত্রাতা লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাতার ভূমিকা পালন করে রক্তের ঘাটতি মিটিয়ে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি। অসহায় মুমূর্ষ রোগী থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ত সংকটের ঘাটতি মিটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে ওই সংস্থা।

উল্লেখ্য, বিগত প্রায় বছর তিনেক আগেই বাসন্তী ব্লকের এক বছর পাঁচ বয়সের শিশুর শারীরিক জটিলতার কারণে রক্তের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেও রক্তের অভাবে ফুটফুটে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। সেই অন্তিম সময়ে ছোট্ট শিশুর পাশে উপস্থিত ছিলেন বিনয় ভকত, শুভ্র হালদার, সোমনাথ মন্ডল, রতন মন্ডল, বরুণ পাল, সুদীপ দাস, তপন বেরা, সুপর্ণা পাল, জ্যোতি পাল, অরিজিৎ মন্ডল'রা। সেদিন সেই অন্তিম মুহূর্তে রক্তের অভাবে শিশুটির মৃত্যুকে কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারেননি তারা। অবশেষে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন দেহে এক বিন্দু রক্ত ও শ্বাস–প্রশ্বাস থাকা পর্যন্ত একজনের ও যাতে না রক্তের অভাবে মৃত্যু হয়, সেই কাজ করবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ২০১৮ সালে নেতাজির জন্ম জয়ন্তীতে শপথ নিয়ে নিজেরাই তৈরি করলেন 'লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি' নামে এক সংস্থা। সংস্থার মূলত কাজ থ্যালাসেমিয়া রোগী সহ অন্যান্য রোগের রোগীদের প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে রক্তের সংকট দূর করে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। প্রথম দিকে ওই সংস্থার ১৩ জন সদস্য হলেও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলির সদস্য সংখ্যা ৪০০ অধিক। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কাজ করে চলেছে ওই সংস্থা। কোথাও বা ক্যাম্প করে কোথাও বা সরাসরি বেড টু বেড রোগীকে রক্ত দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে এপর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১৫০ বারের অধিক রক্তদান শিবিরের

আয়োজন করে নিজেরাই রক্তদান করে বিভিন্ন মুমূর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও আপৎকালীন জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ৪০০ অধিকবার মুমূর্ষ রোগীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্ত দিয়েছেন ওই সংস্থার সদস্য'রা। ওই সংস্থার সদস্যদের কাছ থেকে আপৎকালীন জরুরি ভিত্তিতে রক্ত পেয়ে প্রাণে বেঁচেছেন গোসাবার চন্ডিপুরের মনিষা বেরা, গোসাবার লক্ষিখালির শুভঙ্কর বেরা, জীবনতলার পলতা হোমরার তুলসি বেরা, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির আলিমুদ্দিন মোল্লা, বারাসতের শংকর মল্লিক, বর্ধমানের হেমান্ত্রী মুর্মু, কোচবিহারের রেশমী সরদার, পুরুলিয়ার বৃষ্টি রায় সহ অন্যান্যরা।

সংস্থার অন্যতম কর্ণধার বিনয় ভকত জানিয়েছেন, নেতাজির জন্ম জয়ন্তীতে আমরা শপথ নিয়েছিলাম রক্তের অভাবে আর একটিও মৃত্যু নয়। সেই থেকেই আমাদের পথচলা শুরু। পাশাপাশি রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকে জরুরি ভিত্তিতে আমাদের ৯৬৭৯২৮৯২৩৯ এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে মুমূর্ষ রোগীর কাছে পৌঁছে যাবে আমাদের রক্তসাথী ডোনার।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের যুবকদের এমন কর্মকান্ডর প্রশংসা করেছেন বাসন্তীর বিশিষ্ট সমাজসবী গণেশ সরদার। তিনি বলেন, বিগত দিনে রক্তের অভাবে প্রচুর মুমূর্ষ রোগীদের চোখের সামনে মরতে দেখেছি। সেই বিপদের দিন থেকে বাসন্তীর জনাকয়েক যুবক শপথ নিয়ে যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মুমূর্ষ রোগীদের রক্ত দিয়ে সাহায্য করছে তার কোনও তুলনা হয় না। লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলির সদস্যদের জন্য সুন্দরবনের বুকে রক্তের সংকট মিটেছে পাশাপাশি রক্তের অভাবে মৃত্যুর সংখ্যা একেবারেই নেই বললে চলে। লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলির সদস্যদের এমন কর্মকান্ড সমগ্র দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক সেই আশা করবো।

মণিখাল–বেগোর খালের ড্রেজিং গাফিলতিতে এলাকা জলে থৈ থৈ

বরুন মণ্ডল : সুন্দরবন এলাকার গোসাবাবাসীরা বছর–বছর ত্রাণ চায় না। তারা চায় নদীর স্থায়ী চওড়া শক্তপোক্ত বাঁধ। আর পশ্চিম বেহালা ও মহেশতলার একাংশের স্থানীয় বাসিন্দারা বছর বছর বৃষ্টির জলে ভাসতে চায় না। তারা চায় সেচ দফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকা মণিখাল–বেগোর খালের দীর্ঘদিনের জমা পলি কেটে তুলে খালের বর্ষার জলধারণ বৃদ্ধি করা। এই হল জলে থৈ থৈ গ্রাম ও শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে সাদৃশ্য। রাজ্যে ১ জুন থেকে ২০ জুনের মধ্যে স্বাভাবিকদের চেয়ে ৫১ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিকের তুলনায় ১০৬ শতাংশ এবং কলকাতায় ১০৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তার ফলে চলতি মাসের ১৬ থেকে ১৮ তিন দিনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতে কলকাতা পুর এলাকা বানভাসি অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই জল নামতে লাগে আট দিন। কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি ব্যবস্থাপনার এখন না কী এতো এতো উন্নতি ঘটেছে যে ঘন্টায় ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও কলকাতার কোথাও বৃষ্টির জল জমবে না। তা সত্ত্বেও তিন দিনের বৃষ্টির জল নামাতে লেগে গেলো আট দিন। আসলে মূল কলকাতা ও অ্যাডেড কলকাতা যে এক নয় তা মাঝে মধ্যেই কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ গুলিয়ে ফেলেন। কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বেহালার কয়েকটি ওয়ার্ডে কেইআইআইপি প্রকল্পের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে আগামী বছর ওই সব ওয়ার্ডে বর্ষার জল জমছে না। কিন্তু পশ্চিম বেহালার ১২৮ ১২৯, ১৩০, ১৩১ এবং ১৩২ ওয়ার্ডে কেইআইআইপি প্রকল্পের কাজ ৯৮ শতাংশেরও বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে। তাসত্ত্বেও ১২৮, ১২৯ ও ১৩১ নম্বর ওয়ার্ড আট দিন যাব বর্ষার জল জমে রইলো কেন? কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদ নিকাশি দফতরের সদস্য তারক সিং কিন্তু বেহালায় জল জমার আসল রোগের অনেকটাই ধরে নিয়েছে। কিন্তু তার ইমপ্লিমেন্টটা করাতেই যতো সমস্যা। বিশেষত নিকাশি দফতরের প্রায় সমস্ত স্তরে স্তরে শাসক দলের নিজেদের লোক ঢুকে গিয়েছে, তারকবাবু যতো সাসপেন্ডের ভয় দেখাক না কেন তাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। আক্রা মণিখালি পাম্পিং স্টেশনের সাত কর্মী দৈনন্দিন নিজেদের নির্দিষ্ট কাজটাই করে না। তারকবাবু সাসপেন্ডের ভয় দেখিয়েছে। তারকবাবু সরেজমিনে খালটি পরিদর্শনে গেলে তারাই

কেবল নয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে তার নিচের তলার ইঞ্জিনিয়ারও তারকবাবুর ধারে কাছে ঘেঁষেননি।

মহেশতলার একাংশ ও পশ্চিম বেহালার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের চূড়ান্ত দুর্ভোগ ও ভোগান্তির পর অবশেষে বর্ষার জলনিকাশের জন্য পাম্পিং স্টেশনগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসলো। মহেশতলা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ও স্থানীয় বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাসের ডাকে সাড়া দিয়ে মহেশতলা পুর এলাকা ও কলকাতা পুরসংস্থার গার্ডেনরিচ এলাকার সীমানা এলাকাস্থিত পাম্পিং স্টেশনগুলির হালহকিকত পরিদর্শন করে কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের সদস্য তারক সিং কলকাতা বন্দর সংলগ্ন এলাকার মণিখাল পরিদর্শন করার পর তিনি বলেন, সরকার নয় পাম্পিং স্টেশনের দায়িত্বে থাকা কিছু কর্মীর চূড়ান্ত গাফিলতিতে মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে। শুধু বেহালা নয় মহেশতলার একাংশও বর্ষার জলে ডুবে রয়েছে। দুলালবাবু অনেকদিন আগে থেকেই তারকবাবুকে অভিযোগ করছেন মণিখালি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন প্রপার চলছে না। ও লকগেট প্রপার খুলছে না। আমি সরেজমিনে তদন্তে এসে দেখলাম। এখানে যে রবীন্দ্র নগর থানার আক্রাস্থিত মণিখালি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন আছে, সেটি আগে রাজ্যের সেচ দফতরের হাতে ছিল, এখন এটি কলকাতা পুরসংস্থার হাতে আছে। এখানে আমি যখন এসেছি, তখন পাঁচটি পাম্প চলছিল। পাম্পিং স্টেশনে জলের স্তর যা থাকা উচিত, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রিডিং নিয়ে বললো এক মিটার অর্থাৎ তিন ফুট তিন ইঞ্চি। কিন্তু জলের স্তর ছিল ছ'মিটার ছ'ইঞ্চি। তাহলে অতিরিক্ত তিন ফুট তিন ইঞ্চি জল এই খালে পড়ছে। সর্বক্ষণ। তাহলে মহেশতলা ও পশ্চিম বেহালাবাসীর লোকের বাড়িতে বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকেছে এটাই তার কারণ।।

দ্বিতীয় বিষয় যেটা দেখলাম, যে বাইরে থেকে যে ময়লা আবর্জনা আছে, তার জন্য পাম্পিং স্টেশনে স্ক্রিন লাগানো আছে। সেজন্য কলকাতা পুরসংস্থার থেকে ৭ জন কর্মী আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য আছে। এরাই কাজটা ঠিক মতো করছে না। যখনই পাম্প চলবে তখনই ময়লা জমবে তখনই তারা ময়লা পরিষ্কার করবে। পাম্প চলে বছরে চার মাস 'স্টর্ম ওয়েদার ফ্লো' (এসডব্লুও) তে। বাকি তো 'ড্রাই ওয়েদার ফ্লো' (ডিডব্লুও) তখন কোনও সমস্যা নেই। সেটাও ওই ৭ জন ঠিক মতো করছে না। এখন তো আমি এই সব জিনিস গুলো দেখলাম। এখানে পাম্প আছে ৫ স ১৫০ এবং ৩ স ৫০ হর্সপাওয়ার। এই পাম্পগুলো সব ক'টি চললে এই যে জলটা অতিরিক্ত ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি জল দাঁড়িয়ে আছে, এটা থাকতো না। আমি মুখ্য প্রশাসকে এই রিপোর্টটা দেবো। আটটি পাম্পই এখন চলবে। যখন জল স্তর এক মিটারে নামবে, তখন বন্ধ হবে। তখন দু'টি পাম্প চলবে। আবার বাড়লে আবার আটটা পাম্প চলবে। এই পদ্ধতি চললে যে অবস্থায় বেহালার ও মহেশতলার মানুষ জমা জলে ভুগতো না। তারকবাবু বলেন, আমি ও দুলালবাবু ঘুরে দেখে গেলাম। এই স্টেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের এক ঘন্টা হতে চললো এখনও কোনও পাত্তা নেই। নিচের লোক গুলোরও পাত্তা নেই। তারকবাবু বলেন, আমাদের এখানে ডিসিল্টিং বলে যা করা হয়, লোকে বলে খালে ক্লিনিং হচ্ছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। ফ্লোটিং মেটিরিয়াল বা ভাসা মাল তোলা হচ্ছে। যার সঙ্গে জলের স্রোতের কোনও সম্পর্ক নেই। ভাসা মাল তুলে দিচ্ছে। ফাইলের পর ফাইল হয়ে যাচ্ছে। টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। জলের নিচের কাদা জমেই থাকছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। ক্লিনিং মানে অল ক্লিনিং। নট ফ্লোটিং মেটিরিয়াল। কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমি প্রায় দু'বছর আগে এই সন্তোষপুর রেল ব্রিজের কাছে এসে রেলকে বলে গিয়েছিলাম খালের ওপর ব্রিজের কাজটা দ্রুততার সঙ্গে করতে। কারণ পশ্চিম বেহালা ও মহেশতলার এই অংশে বর্ষার জল জমছে এই নির্মীয়মান ব্রিজের ফলে। এটা দিয়ে মণিখালি খালের জল পাম্পের সাহায্যে হুগলি নদীতে ফেলা হয়। এই জায়গাটা পূর্ব রেলের হওয়ায় রাজ্যের সেচ দফতর রেলকে বলেছিল তারাই ক্যানেলের কাজটা করে দেওয়ার জন্য। সমস্যা হল একটি সিপিআই(এম) - এর পার্টি অফিস ও একটি লোকাল লোকেদের দাবিদাওয়া অনুযায়ী একটি চওড়া ব্রিজের। কিন্তু একটি ছোটো ব্রিজ হয়েছে। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আমি ফাইলপত্র দেখে জায়গা থাকলে একটি চওড়া ব্রিজ করে দেবো। সিপিআই(এম) পার্টি অফিসের লোকেরা বলেছে তারা কয়েকদিনের মধ্যে তাদের পার্টি অফিস সরিয়ে নেবে। এবার আমরা রেলকে বলবো দ্রুততার সঙ্গে স্ল্যাপগুলো সরিয়ে, যতোটা সম্ভব খালটির ওই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে। পুরোটা পরিষ্কার এই সিজিনে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যতোটা সম্ভব জল যাওয়ার রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিতে পারি, তাহলে বর্তমানে যা জল যাচ্ছে, তার তিন গুণ জল ওই জায়গা দিয়ে গেলে পশ্চিম বেহালা ও মহেশতলার একাংশ বৃষ্টির থৈ থৈ করা জল যন্ত্রণা অনেকটা কমবে। জায়গাটি দুলালবাবুর নিজের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড হওয়ায়, উনি দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজটা করবেন। এবং কাজটা ত্বরান্বিত হবে। পুর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, পুরসংস্থার ক্ষমতা মাত্র ৮০ মিলিমিটার জল সরানো। সেখানে ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতির কাছে অসহায়। বানভাসি পরিস্থিতির জেরে খাস কলকাতাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

টেকনো ইন্ডিয়ার টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ বিশাল সংখ্যক মানুষকে টিকাকরণ করে চলেছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে যাতে সব থেকে বেশি টিকাকরণ করানো যায় সেইজন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কর্মসূচিতে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এখনও চলছে এই কর্মসূচি। এই কর্মকাণ্ডের জন্য তারা তাদের কলেজ ক্যাম্পাসকেও টিকাদান কেন্দ্রতে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয় কাঁকিনাড়া সিসিইউ এবং কোন্নগরের সিসিইউ ক্যাম্পাস তাদের মুখ্য কলেজ ক্যাম্পাসটিকেও কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক, স্কুল, দোকান পাটের সঙ্গে

তারা একযোগে এই টিকাকরণ করে চলেছে। আইআইটি খড়্গপুর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লরেটো হাউস, গার্ডেন হাইস্কুল এরা সকলেই টেকনো ইন্ডিয়ার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। এয়ার পোর্ট, ভিস্তারা এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট, ইন্ডিগো প্রভৃতি এই তালিকায় রয়েছে। এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের মধ্যেও টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের তরফ থেকে। সংস্থার চেয়ারম্যান প্রফেসর মানসী রায়চৌধুরী বলেন, 'আমার মনে হয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোটা মূল কর্তব্য। তাই আমি সমাজের কাছে দায়বদ্ধ এই কর্মসূচি চালানোর জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পরিবারকে আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজটি তারা করছে। এবং জেলাস্তরে পৌঁছে দিয়েছে টিকাকরণ কর্মসূচি।

এআরএস সমাজসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে ভিসি শ্রীকান্তের নেতৃত্বে হৃষিকেশ, অর্ঘ এবং শিকদারজী পৌঁছে যায় নামখানার মদনগঞ্জে সেখানে তারা সব পরিবারের হাতে রেশন সামগ্রী, জল, মাস্ক এবং শুকনো খাবার তুলে দেয়। এই ত্রাণ সামগ্রী ব্যবস্থাপনায় ছিল শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী আশ্রমের পক্ষ থেকে দেবরাজজী এবং অখিল ভারত ওয়ারশিয়া মহেশ্বরী মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে কুসুমজী। তাঁদের এই মহতী দান গ্রামবাসীরা হাতে পেয়ে খুবই আনন্দিত এবং তারা সকলকেই হাত তুলে আর্শীবাদ করেন।

বর্ধমান নামকরণের ইতিবৃত্ত

প্রথম পর্ব

রাতুল দে : বর্ধমানের ইতিহাস খুব পুরনো। কতটা পুরনো হিসেব করতে গেলে গণ্ডগোল অবশ্য হয়েই বসে আছে। তাই আজ পর্যন্ত হিসেব করে ওঠা গেলো না 'বর্ধমান' নামটি কেমন করে এলো। নানা মুনির নানা মতে আমরা বিভ্রান্ত। যাইহোক বর্ধমান স্থানটি যে খুবই প্রাচিন এবিষয়ে সকল গবেষকই একমত। কারণ বর্ধমানের দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত বীরভানপুরেই সভ্যতার আদিযুগের যে প্রত্নশিল্পবস্তুর আবিষ্কার ঘটেছিল তার বয়েস এখন থেকে কম সে - কম সাত হাজার বছর (৫০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)। অতএব বর্ধমানের আদি সভ্যতা যে আর্যদের আগমনের পূর্বে এটা এখন বুক ঠুকে বলা যায়। ১৯৬২– ১৯৬৫ খ্রিঃ মধ্যে ভেদিয়ার কাছে পান্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে বর্ধমান জেলা এবং অজয় - কুনুর - কোপাই নদীর সন্নিহিত অঞ্চলগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা এখন নিঃসন্দেহ হয়েছি। জানতে পেরেছি খ্রিস্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগেও সে সময়ের মানুষেরা পরিকল্পিত শহর, ফুটপাত সমেত চওড়া রাস্তা তৈরিতে ওস্তাদ ছিলেন। ছিটে বেড়ার শক্ত বাড়ি তৈরি করতে পারতেন তাঁরা এবং এখানকার মতোই সেকালের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন , এমনকি সুদূর ক্রিট দ্বীপ এবং ভূমধ্যসাগরের নানা অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বরাহমিহিরের বৃহসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ধমান নগরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরে বর্ধমান বসুধার অলঙ্কার বলিয়া বর্ণিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপিতে, দশম শতকের এর্দা লিপিতে এবং দ্বাদশ শতকের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে দেখিতেছি এই নগর ভুক্তি বিভাগের শাসনাধীন ছিল। অনুমান হয়, এই নগর দামোদরের তীরেই অবস্থিত ছিল, যদিও বর্তমান বর্ধমান শহর ও দামোদরের ব্যবধান অনেক। বর্ধমান প্রাচীনকালের অতি জনপ্রিয় নাম; বাঙলার বাহিরেও স্থান নাম হিসেবে ইহার প্রচলন দেখা হয়। হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপিতে এক বর্ধমানকোটির উল্লেখ আছে আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থে কামরূপ দেশের এক বর্ধমানপুরের সাক্ষ্য পাওয়া যায়; কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে (নবম শতক) হরিকেল - মণ্ডলান্তর্গত আর এক বর্ধমানপুরের দেখা মিলিতেছে; এই বর্ধমানপুরেই কান্তিদেবের রাজধানী ছিল। কেউ বলেন 'মহাবীর বর্ধমানের' নাম অনুসারে 'বর্ধমান' নামকরণ হয়েছে। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র অনুসারে মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলের মানুষ উলঙ্গ সাধুকে দেখে চু চু করে পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকে বলেন সেই থেকেই এই অঞ্চলের নাম বর্ধমান হয়েছে। কিন্তু তিনি রাঢ় অঞ্চলে কত বছর ছিলেন তারও কোনও উল্লেখ নেই। মহাবীরের সময়কালে বসরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হত। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত।

চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় হল গ্রীষ্মকাল, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক বর্ষাকাল এবং অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন হেমন্তকাল। মহাবীর হেমন্ত ও গ্রীষ্মের আট মাস ভ্রমণ করতেন এবং বর্ষার চার মাস কোনও নগরে কাটাতেন। বর্তমানে জৈন সাধুদের মধ্যে এই প্রথা চালু আছে। জৈন 'কল্পসূত্র ' - তে এই বর্ষাবাসের তালিকায় যে স্থানগুলি রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি স্থান যে রাঢ় অঞ্চলের মধ্যেই অবস্থিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন - আস্তিকগ্রাম, কল্পসূত্রের অনুবাদক আমাদের জানিয়েছেন অস্থিক গ্রামের ওপর নাম বর্ধমান এবং রাঢ় দেশেই ছিল এই গ্রাম। এই ভ্রান্তিকে পরিশুদ্ধ করতে B. L . Law লিখেছেন, According to the Commentary on the kalpa sutra. As the grama was formerly called vard-haman. It would perhaps be more correct to say that Asthigrama was the earlier nameOf vardhamana.

গবেষক তপন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন — 'বর্তমান বর্ধমানকে প্রাচীন অস্থিক গ্রাম বলার মধ্যে যতটা কল্পনা, যুক্তি ততটা পাওয়া যায় না।' তপন চক্রবর্তী এর পিছনে দুটি কারণের কথা

উল্লেখ করেছেন। প্রথমত মহাবীর যদি চম্পা পৃষ্টি চম্পা হয়ে এ অঞ্চলে এসে থাকেন তাহলে বর্ধমানের চেয়েও আগে মঙ্গলকোটে পৌঁছানো উচিত। মোরাক সন্নিবেশ বা ময়ূরাক্ষী উৎস অঞ্চল দিয়েই রাঢ়ের এ অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত অস্থিক গ্রাম যে সে সময় পার্শ্বানুসারীদের কেন্দ্র ছিল তাও পরবর্তীকালের কিছু জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে অস্তিকগ্রাম সে সময় বড় একটি জনবসতি ছিল, যেখানে পার্শ্বানুসারীদের কর্মকেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ বা তার কিছু পরে বর্ধমানে যে কী ধরনের বসতি ছিল সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই পাওয়া যায় না। মহাভারতে সুস্ত জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ধমানের কোনও উল্লেখ নেই। আচারাঙ্গ সূত্রেও সুস্ত, ব্রজ ও রাঢ় ভূমির কথা থাকলেও বর্ধমানের কোনও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত বর্ধমান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনো বসতি গড়ে ওঠেনি, নগর তো নয়ই। কিন্তু পুরনো বর্ধমানের নাম পাওয়া যায় বটে, তবে সেগুলির কোনোটিই খ্রিস্ট পূর্বাদে রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া বর্ধমান মহাবীরের সময়ে বর্তমানে আদৌ কোনো জনপদ ছিল এমন কোন প্রমাণও আমরা পাই না। তাই অস্থিকগ্রাম হিসাবে বর্ধমানকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কল্পসূত্রের টিকাকারের ওই ভ্রান্ত মন্তব্যটি ছাড়া আর কোনো যুক্তিই আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বাস্তবে আচারাঙ্গ সূত্রেই পাওয়া যায় মহাবীর বর্ধমান পুরম অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় মহাবীর রায় দেশ ভ্রমণ করার আগেই এই অঞ্চলের নাম ' বর্ধমান ' ছিল। একইসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'অস্থিনগর ' এবং ' বর্ধমান ' এই দুটি স্থানই বর্তমানে সুরাটে অবস্থিত। মহাবীরের দেহান্তরের প্রায় দেড়শো বছর পর ভদ্রবাহু লিখিত ' কল্প - সূত্রে ' তে সুরাট অঞ্চলের কথাই উল্লেখ আছে, যা প্রমাণ করে মহাবীরের নাম অনুযায়ী যে বর্ধমানের নামকরণ হয়েছে তা সুরাটে অবস্থিত, রাঢ়বঙ্গে নয়। অর্থাৎ আমাদের বর্ধমান নয়।

ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অস্ত্রিক বীর যাযাবর বোড়ো(বাউরি), ডোমন (ডোম) ইত্যাদি জাতির লোকেরা এই অঞ্চলে বসবাস করত। এদের জাতিগত নাম থেকেই 'বোড়ো + ডোমন ' মিলিতভাবে 'ব্রডমন' নামকরণ হয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিক জাস্টিন, প্লুটার্ক, প্রমুখ এই অঞ্চলের নাম 'ব্রডমন ' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে BRODMON ইংরেজদের BURDWAN উচ্চারণ হয়েছে।

শেষ পর্ব পরের সংখ্যায়

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com